গ্রন্থস্বত্ব © ২০১৫ মাকতাবাতুল ফুরকান

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording or by information storage and retrieval system, without written permission from the publisher.

সত্যের আধুনিক প্রকাশ

◆

মা ক তা বা তু ল ফু র কা ন

www.maktabatulfurqan.com

প্রফেসর হযরতের বয়ান সংকলন– ৫

ইংরেজি শিক্ষিত দ্বীনদারদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত
নির্বাচিত বয়ানসমূহ

পাশ্চাত্যের শিক্ষায় দ্বীনি অনুভূতি

হযরত প্রফেসর মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান দামাত বারাকাতুহুম
খলীফা, হযরত মাওলানা মুহাম্মাদুল্লাহ হাফেজ্জী হুযুর রহমাতুল্লাহি আলাইহি ও
মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক রহমাতুল্লাহি আলাইহি

সংকলন
মুহাম্মাদ আদম আলী

সংকলন গ্রন্থ | মাকতাবাতুল ফুরকান

প্রফেসর হযরতের বয়ান সংকলন - ৫
পাশ্চাত্যের শিক্ষায় দ্বীনি অনুভূতি
হযরত প্রফেসর মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান
সংকলন | মুহাম্মাদ আদম আলী

■ **প্রকাশক ঃ**

মাকতাবাতুল ফুরকান
বাড়ি ■ ১৮, রোড ■ ৭/বি, সেক্টর ■ ৩, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০
ফোন: +৮৮০১৯৭১৩৩৬৬৩৩, +৮৮০১৭৩৩২১১৪৯৯
ইমেইল ঃ adamalibd@yahoo.com
ওয়েবসাইট ঃ www.maktabatulfurqan.com

■ **প্রথম প্রকাশ ঃ** জমাদিউস সানি ১৪৩৬ হিজরী / এপ্রিল ২০১৫ ঈসায়ী
■ প্রচ্ছদ ঃ সিলভার লাইট ডিজাইন স্টুডিও, ঢাকা
■ মুদ্রণ ঃ দ্যা ব্ল্যাক, ঢাকা. ০১৭৩০ ৭০৬ ৭৩৫

■ **মূল্য ঃ চার শত টাকা মাত্র**

Pashchaitter Shikkhai Deeni Onubhuti
By Hazrat Professor Muhammad Hamidur Rahman
Compiled by Muhammad Adam Ali
Price: **BDT 400.00 | USD 20.00**

ISBN 978-984-91175-9-9
9 789849 117599 52000>

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রকাশকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

আলহামদুলিল্লাহ। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার, যিনি আমাদেরকে এ দুনিয়াতে মানুষ হিসেবে পাঠিয়েছেন। মুসলমান বানিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর উম্মত করেছেন। ইসলামের মত এক অপূর্ব দ্বীন দিয়েছেন। উলামায়ে কেরামের সাথে সম্পর্ক রাখার তাওফীক দিয়েছেন। তাদের খেদমতে করার সৌভাগ্য দিয়েছেন।

হযরত প্রফেসর মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান সাহেব দামাত বারাকাতুহুম (খলীফা, হযরত মাওলানা মুহাম্মাদুল্লাহ হাফেজ্জী হুযুর রহমাতুল্লাহি আলাইহি ও মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক রহমাতুল্লাহি আলাইহি) সে রকম একজন আল্লাহওয়ালা যার বিনয় ও ধৈর্য, দুনিয়া বিমুখতা এবং সর্বোপরি সত্যের পথে নিরলস সাধনা বর্তমান সমাজে এক ব্যতিক্রম দৃষ্টান্ত। তার আশৈশব বেড়ে ওঠা ইংরেজি শিক্ষিত দ্বীনদারদের জন্য এক বিশেষ অনুপ্রেরণা। পরবর্তীতে উলামায়ে কেরামের সোহবত তাকে এমন উচ্চতায় আসীন করেছে যে, উলামাদের জন্যও তিনি পরিণত হয়েছেন এক বাস্তব আদর্শে। ইসলাহী কর্মকাণ্ডে তার সহজ-সরল

উপস্থাপনা সবাইকে মুগ্ধ করে। তার সাথে থাকা, সফর করা এবং খেদমত করতে পারা - এ এক পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার।

প্রফেসর হযরত ৯ জানুয়ারী ১৯৩৮ সালে মুন্সিগঞ্জের নয়াগাঁও গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব থেকেই তার শ্রদ্ধেয় পিতা মরহুম ইয়াসিন সাহেব মসজিদের ইমাম, মুয়ায্যিন, মক্তবের উস্তাদসহ অন্যান্য দ্বীনি কর্মে সংযুক্ত ব্যক্তিদের খেদমতে নিয়োজিত করেন। প্রফেসর হযরত ছোটবেলায় গ্রামের মকতবে কুরআন শিক্ষার জন্য একজন মহান উস্তাদ পেয়েছিলেন। তার নাম মকবুল হুসাইন রহমাতুল্লাহি আলাইহি। তিনি অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত পরিবারের হওয়া সত্ত্বেও কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ত্রিশ টাকা বেতনে গ্রামের মকতবে পড়াতেন। তিনি সকালে ফজরের পরে কুরআন শরীফ পড়াতে বসতেন, আর দুপুর বারটায় উঠতেন। তার তাকওয়া এবং পরহেজগারীর কথা হযরত প্রফেসর হযরত এখনো শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন এবং আবেগাপণ্ডুত হয়ে ওঠেন। পরবর্তীতে ঢাকার ইসলামী হাই স্কুলে (যার কমিটির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ছিলেন, মুফতি দ্বীন মুহাম্মাদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি) পড়ার সময়ে গনী মিয়ার হাট মসজিদে যখন যোহর নামায আদায় করতে যেতেন, তখন বাংলাদেশের বিখ্যাত তিন বুযূর্গ হযরত মাওলানা আব্দুল ওহাব রহমাতুল্লাহি আলাইহি (পীরজী হুযুর), হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি (সদর সাহেব হুযুর) এবং হযরত মাওলানা মুহাম্মাদুল্লাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি (হাফেজ্জী হুযুর)-কে দেখতে পেতেন।

প্রফেসর হযরত ইসলামিয়া হাই স্কুল থেকে ১৯৫৫ সালে মেট্রিক পরীক্ষায় একুশতম স্থান অর্জন করে প্রথম বিভাগে এবং ঢাকা কলেজ থেকে ১৯৫৭ সালে ইন্টারমিডিয়েটে তেরতম স্থান দখল করে প্রথম বিভাগে অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে পাশ করেন। পরবর্তীতে বুয়েট থেকে ১৯৬১ সালে সপ্তম স্থান অর্জন করে প্রথম বিভাগে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেন।

ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করার পর তিনি সিদ্ধিরগঞ্জ পাওয়ার স্টেশনে দুই বছর এবং ইংলিশ ইলেট্রিক কোম্পানিতে প্রায় ছয় বছর চাকুরী করার পর বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)-এ ১৯৬৯ সালে এ্যাসিসট্যান্ট প্রফেসর হিসেবে যোগদান করেন। তিনি ১৯৯৫ সালে বুয়েট থেকে এসিস্টেন্ট প্রফেসর হিসেবেই অবসর নেন। তারপর ওআইসির একটি প্রতিষ্ঠান ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি (আইইউটি)-তে আরও সাত বছর এসিস্টেন্ট প্রফেসর হিসেবে ছিলেন। এখনো আইইউটিতে খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে কর্মরত আছেন।

তাবলীগ জামাআতেও তিনি অনেক সময় লাগিয়েছেন। ১৯৭১ সালে তিনি পাকিস্তানে তিন চিল্লায় সময় লাগান। উক্ত সফরে তিনি হযরত মাওলানা যাকারিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহির সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সৌভাগ্য লাভ করেন। তাবলীগে সময় লাগানোর সাথে সাথে ইমাম গাজ্জালী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ও হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত আশরাফ আলী থানভী রহমাতুল্লাহি আলাইহির লিখিত কিতাবাদি পাঠ করার ফলে তার মধ্যে দ্বীনের প্রতি আকর্ষণ আরো বৃদ্ধি পায়। তখন তিনি ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশের বিখ্যাত আলেম হযরত মাওলানা আলতাফ হোসেন সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহির খেদমতে হাজির হয়ে কোন হাক্কানী পীরের নিকট মুরীদ হওয়ার আগ্রহ ব্যক্ত করেন। তার পরিবারের মুরুব্বীগণ তখন ফুরফুরার পীর সাহেবের নিকট বাইআত ছিলেন। তার এ কথা শুনে হযরত মাওলানা আলতাফ হোসেন সাহেব তাকে হযরত হাফেজ্জী হুযুর রহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট নিয়ে যান এবং তখন তিনি হযরত হাফেজ্জী হুযুর রহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট বাইআত হন। হযরত হাফেজ্জী হুযুর রহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট মুরীদ হওয়ার পর হযরতের বিশিষ্ট খলীফা হযরত মাওলানা মুমিনুল্লাহ সাহেব দামাত বারাকাতুহুম বার বার হযরতের খেদমতে তাকে বেশি বেশি অগ্রসর করে দেন। ফলে হযরতের খাদেম

হিসেবে হজের পবিত্র সফর ছাড়াও বিভিন্ন দেশে সফর করার সৌভাগ্য হয় এবং হযরতের সাথে একটি বিশেষ সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

দ্বীনের পথে অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে আলল্লাহের আরেক অলী হযরত মাওলানা আব্দুলল্লাহ সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহির ও বিরাট অবদান রয়েছে। কারণ তার সন্তানদের দ্বীনি শিক্ষা, তার নিজের আরবী ব্যাকরণ শিক্ষা এবং কুরআনে এত ব্যাপক পরিচিতির সূচনা তার মাধ্যমেই হয়েছে। পরবর্তীতে তিনি হযরত হাফেজ্জী হুযুর রহমাতুল্লাহি আলাইহির ইন্তেকালের পর হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহমাতুল্লাহি আলাইহির সর্বশেষ খলীফা হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহির সাথে সম্পর্কিত হন। ইসলামী জ্ঞানে এত পারদর্শী এবং প্রজ্ঞাবান হয়েও নিজের সম্পর্কে তিনি বলেন, ‘আমি নিজে আলেম নই। উলামায়ে কেরামের জুতা বহন করতে পারাটাও আমি নিজের জন্য সৌভাগ্যের ব্যাপার মনে করি। আলেমদের কাছ থেকে কুরআন-হাদীসের আলোচনা শুনে সেগুলোই নকল করে থাকি। এক্ষেত্রে আমার কোন ভুল-ভ্রান্তি কারো দৃষ্টিগোচর হলে আমাকে বললে আমি সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো সংশোধন করে নিব এবং তার প্রতি চির-কৃতজ্ঞ থাকব।’ এজন্য তার ইখলাসপূর্ণ সংক্ষিপ্ত বয়ানে যে অনুভূতি শ্রোতাদের অন্তঃকরণে ব্যাপৃত হয়, দীর্ঘ সময়ের অনেক আকর্ষণীয় জ্বালাময়ী বক্তৃতায়ও তা হয় না।

আমাদের বর্তমান আয়োজন প্রফেসর হযরতের বয়ান সংকলনের পঞ্চম খণ্ড ‘পাশ্চাত্যের শিক্ষায় দ্বীনি অনুভূতি’। এটি একটি ব্যতিক্রমী সংকলন। এখানে ইংরেজি শিক্ষিত দ্বীনদারদের উদ্দেশ্যে হযরতের কয়েকটি বয়ান একত্রিত করা হয়েছে। মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি মুসলমানদেরকে দু’টি দলে ভাগ করেছেন। এটা সারা পৃথিবীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তিনি মুসলিম জাতির একদলকে বলেছেন ‘ইংরেজি

শিক্ষিত দ্বীনদার সম্প্রদায়' এবং আরেক দলকে বলেছেন 'আলেম সম্প্রদায়'। এ দু'দলের চিন্তা-ভাবনা যেমন আলাদা, কর্ম ক্ষেত্রও ভিন্ন। তবে এদের মধ্যে মিল-মহব্বতই মুসলিম জাতির উন্নতির পথে একমাত্র সহায়ক। আলেম সম্প্রদায়ের প্রতি ইংরেজি শিক্ষিত দ্বীনদারের সাধারণভাবে অবহেলা এবং অবজ্ঞা সমাজে বহুল প্রচলিত, বরং বলা যায় প্রতিষ্ঠিত সত্য। অথচ দ্বীনের পথে আগে বাড়ার ক্ষেত্রে উলামায়ে কেরামকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা যেমন জরুরী, তেমনি তাদের নিবিড় সান্নিধ্য এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের পরামর্শও খুবই প্রয়োজন।

এটা নিশ্চিত সত্য যে, বর্তমানে দ্বীনের পথে একাকী চলা, সুন্নাতের উপর মজবুত থাকা প্রায় অসম্ভব। প্রফেসর হযরত এ দু'দলের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনে এক বিশেষ ভূমিকা রেখে যাচ্ছেন। তিনি নিজেই এ ধারার এক বাস্তব উদাহরণ এবং সবার জন্যই একজন মহান আদর্শ। ইংরেজি শিক্ষিত দ্বীনদাররা উলামায়ে কেরামের সান্নিধ্যে থেকে এ যুগেও একজন সত্যিকার আল্লাহওয়ালা হতে পারেন, এ বয়ানগুলো সেদিকেই পাঠককে উৎসাহিত করবে। আল্লাহ তা'আলা এ কাজকে কবুল করুন। সবাইকে এ উসিলায় হেদায়েত নসীব করুন।

অনেকেই এই সংকলন প্রকাশের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহ পাক সংশ্লিষ্ট সবাইকে উত্তম বিনিময় দান করুন। আমরা বইটিকে ত্রুটিমুক্ত ও সর্বাঙ্গীন সুন্দর করার সার্বিক প্রচেষ্টা চালিয়েছি। তারপরও ভুল-ভ্রান্তি থেকে যাওয়া বিচিত্র নয়। সুহৃদয় পাঠকের দৃষ্টিতে কোন ভুল ধরা পড়লে আমাদের অবগত করা হলে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধনের চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহপাক এই বইটির পাঠক, সংকলক, প্রকাশক ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে তার পথে অগ্রসর হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

বিনীত

মুহাম্মাদ আদম আলী
সংকলক ও প্রকাশক
মাকতাবাতুল ফুরকান, ঢাকা

২৫ জমাদিউস সানি ১৪৩৬ হিজরী
১৫ এপ্রিল ২০১৫ ঈসায়ী

■ উৎসর্গ

প্রফেসর হযরতের সাথে সম্পর্কিত সবাইকে।
আল্লাহ তা'আলা এ উসিলায় আমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ দান করুন। সঠিক দ্বীনি অনুভূতি ও আত্মশুদ্ধি নসীব করুন।

| সূচিপত্র |

তাকওয়ার মর্মকথা ১৩
কাফকো, চট্টগ্রাম

আল্লাহর পথে সংগ্রাম ৬৫
চান্দগাঁও আবাসিক এলাকা, চট্টগ্রাম

ইসলামের নামে অজ্ঞতার প্রসার ৮৯
ইস্টার্ণ রিফাইনারী কলোনী মসজিদ, চট্টগ্রাম

নেক আমল করার সহজ পদ্ধতি ১২৫
কাফকো, চট্টগ্রাম

জিহাদ করার তাৎপর্য ১৭৩
মসজিদ আল-মাগফিরাহ, সেক্টর-৩, উত্তরা

ইসলামের প্রথম ক্বারী, প্রথম মুক্বরী ১৯৯
মসজিদ আল-মাগফিরাহ, সেক্টর-৩, উত্তরা

মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকার পদ্ধতি ২৩৭
মসজিদ আল-মাগফিরাহ, সেক্টর-৩, উত্তরা

আল্লাহর তাসবীহ পড়ার গুরুত্ব ২৭৭
কাফকো, চট্টগ্রাম

পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব ৩০৩
কাফকো, চট্টগ্রাম

মাকতাবাতুল ফুরকান থেকে প্রকাশিত অনবদ্য গ্রন্থাবলী

প্রফেসর হযরতের বয়ান সংকলন-১
- **বিজ্ঞান ও কুরআন**

প্রফেসর হযরতের বয়ান সংকলন-২
- **ইসলাম ও সামাজিকতা**

প্রফেসর হযরতের বয়ান সংকলন-৩
- **ইসলামে আধুনিকতা**

প্রফেসর হযরতের বয়ান সংকলন-৪
- **তাবলীগ ও তা'লীম**

প্রফেসর হযরতের বাণী সংকলন
- **আত্মশুদ্ধির পাথেয়**

- **প্রফেসর হযরতের সাথে আমেরিকা সফর**
  মুহাম্মাদ আদম আলী

- **প্রফেসর হযরতের সাথে নিউজিল্যান্ড সফর**
  মুহাম্মাদ আদম আলী

প্রফেসর হযরতের সাথে দেশ-বিদেশে সফরের গল্প
- **পথের দিশা (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)**
  মুহাম্মাদ আদম আলী

প্রফেসর হযরতের ইংরেজি বয়ান সংকলন
- **An Appeal to Common Sense**

- **খাদিজা : প্রথম মুসলমান এবং শেষ নবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর বিবি**
  মূল | রশীদ হাইলামায, অনুবাদ | মুহাম্মাদ আদম আলী

তাকওয়ার মর্মকথা

হযরত প্রফেসর মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান সাহেব দামাত বারাকাতুহুম ৩০ অক্টোবর ২০০৪ তারিখে কাফকো, চট্টগ্রামে বাদ মাগরিব প্রায় দেড় ঘণ্টা এই বয়ান করেন। তাসাউফের মূল কথা হচ্ছে তাকওয়া হাসিল করা। এটি কোন আল্লাহওয়ালার সোহবত ছাড়া অর্জন সম্ভব নয়। এ সোহবতের মূল ফায়দা হচ্ছে নেক আমল করা এবং গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার জন্য হিম্মত (দৃঢ় সংকল্প) পয়দা হওয়া। নজরকে হেফাজত করা, প্রতিটি নেক কাজে সুন্নাতকে প্রাধান্য দেয়া এবং সর্বোপরি আলণ্ঢাহ সম্পর্কে অন্তরে সঠিক অনুভূতি সৃষ্টি করা প্রতিটি মুসলমানের দায়িত্ব। এ বিষয়গুলোই এখানে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে।

“মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, একজন আশি বছরের বুড়ো বাহ্যিকভাবে একদম অক্ষম। মেয়েরা তার সঙ্গে পর্দা করে না। বলে যে, আশি বছরের বুড়ো! তার সঙ্গে আবার কী পর্দা করব? কিন্তু সেই আশি বছরের বুড়োও চোখ দিয়ে একইরকম গোনাহ করতে সক্ষম।” ■ পৃষ্ঠা ১৮

তাকওয়ার মর্মকথা

نَحْمَدُہٗ وَنَسْتَعِيْنُہٗ وَنَسْتَغْفِرُہٗ وَنُؤْمِنُ بِہٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْہِ وَنَعُوذُ بِاللّٰہِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِہِ اللّٰہُ فَلاَ مُضِلَّ لَہٗ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَہٗ وَأَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلٰہَ إِلاَّ اللّٰہُ وَحْدَہٗ لاَ شَرِيْكَ لَہٗ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُہٗ وَرَسُوْلُہٗ ۞ اَمَّابَعْدُ فَاَعُوْذُبِاللّٰہِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۞ بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۞ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰہَ حَقَّ تُقَاتِہِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ۞ صَدَقَ اللّٰہُ الْعَظِيْمُ ۞ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ ۞

আলহামদুলিল্লাহ। আমি আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায় করছি যে, তিনি মেহেরবানি করে আপনাদের সঙ্গে দ্বীনি একটি বিষয় নিয়ে কথাবার্তা বলার সৌভাগ্য দিয়েছেন। আমি কুরআন মাজীদের একটি আয়াত পড়েছি। আল্লাহ তা'আলা বলছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰہَ حَقَّ تُقَاتِہِ وَلَا تَمُوْتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ ৩:১০২

আয়াতের সাদামাটা অর্থ এই দাঁড়ায়, 'হে ঈমানদারেরা, আল্লাহকে ভয় কর যেমন ভয় করা উচিত এবং মুসলমান না হয়ে মরে যেও না যেন।' Don't die till you reach the position that you have submitted

completely to Him। অপূর্ব আয়াত। এখানে তিনি আমাদেরকে ঈমানের সার্টিফিকেট দিয়ে সম্বোধন করছেন, 'হে আমার ঈমানদার বান্দারা।' তা হলে আল্লাহ তা'আলা প্রথমেই স্বীকৃতি দিয়ে দিলেন যে, তিনি তার ঈমানদার বান্দাদের সঙ্গে কথা বলছেন।

'হে আমার প্রিয় ঈমানদার বান্দারা, আল্লাহকে ভয় কর' - এখানে Third Person ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ এখানে বলেননি যে, আমাকে ভয় কর। অথচ সম্বোধনে দ্বিতীয় পুরুষ, হে ঈমানদারেরা। সম্বোধনে এক রকম করে কথা বলে সঙ্গে সঙ্গে বাক্য ঘুরিয়ে দিয়ে বলেছেন, আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ কি তিনি নন, যিনি বলছেন? এটি কুরআন মাজীদের এক অপূর্ব বর্ণনা ভঙ্গি! যারা গভীর জ্ঞানে জ্ঞানী তারা বলেন যে, অলংকারে ভরা এক অপূর্ব ভাষায় আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদ নাযিল করেছেন। বক্তা যেমন একেক সময় একই কথা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বলে, আল্লাহপাকের কালামে পাকে আল্লাহ নিজে বান্দার সঙ্গে সেভাবেই কথা বলেছেন। এখানে বলেছেন, আল্লাহকে ভয় কর অথচ সম্বোধন করেছেন, হে ঈমানদারেরা। অন্যখানে বলেছেন,

يَا عِبَادِ فَاتَّقُوْنِ ৩৯:১৬

'হে আমার বান্দারা! তোমরা আমাকে ভয় কর।' আমি যে আয়াত পড়েছি, সেখানে তা নেই। আছে, আল্লাহকে ভয় কর যেমন ভয় তার প্রাপ্য। যেমন সম্মানের তিনি যোগ্য। তাকওয়া শব্দের শাব্দিক মানে ভয় করা। আসল মানে to be careful। তার মহান সত্তা যেমন দাবী করে, তেমন careful হও।

বাংলাদেশ নেভীতে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া আসবেন। কত তারিখে আসবেন তিনি? বলে যে, আগামী মাসের পাঁচ তারিখে। তা হলে দেখা যাবে যে, দশ দিন আগে থেকে নৌ বাহিনী প্রধানের ঘুম নেই। খালেদা

জিয়া কি আর্মির অফিসার? তিনি তো কোন আর্মির অফিসার নন। বরং তার চেয়েও অনেক বড়। মহিলা মানুষ কেমন করে এত বড় হলেন? বলে যে, দেশের আইন তাকে বানিয়েছে। কাজেই যদিও তিনি রিয়ার এডমিরাল নন, She is only a Mrs. Khaleda Zia, কিন্তু তার যে মান দেশ তাকে দিয়েছে, তাতে এটি তার প্রাপ্য যে, তার আগমনে অতি সতর্কতার সঙ্গে সব ব্যবস্থাপনা করা। যত বড় অফিসার, তত ঘুম নেই। কেন ঘুম নেই? কারণ তারা জানেন, যিনি আসছেন, তার স্ট্যাটাস কোথায়। এ জন্য আল্লাহ পাক সম্পর্কেও উলামায়ে কেরাম এটিই বলেন যে, তাকে ভয় করা মানে তার মর্যাদা যে রকম আচরণ দাবী করে, সেরকম আচরণ কর। তোমার কথায়, কাজে, চিন্তায়, ধ্যান-ধারণায় সর্ববিষয়ে তার মর্যাদার প্রতি খেয়াল রাখ । খালেদা জিয়া তো আর অন্যের মনের কথা জানেন না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُوْرُ 40:19

'তিনি জানেন চোখ কী খেয়ানত করল এবং অন্তরে কী গোপন আছে।' কুরআন মাজীদের আয়াত। চোখ কী খেয়ানত করে তা তিনি জানেন। কে? আল্লাহ তা'আলা। আল্লাহ পাক তার নিজের পরিচয় দিচ্ছেন। এখন এই চোখের খেয়ানত কী? সবচেয়ে প্রকাশ্য হচ্ছে, ঐ সব মহিলাদের দিকে তাকানো যাদের ব্যাপারে শরীয়ত নিষেধ করেছে। কুরআনের পরিষ্কার ঘোষণা,

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ ৩:১৪

'মানুষের জন্য সুশোভিত করা হয়েছে মেয়েদের দিকে কামনার ভালবাসা।' আমি একজন আলেমের কথা বেশি বলি। তার নাম হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি। তিনি পাক-ভারত উপমহাদেশের বিখ্যাত আলেম ছিলেন। ১৯৪৩ সালে তার ইন্তেকাল হয়। পাকিস্ড়ান-ভারত বিভক্তিরও চার বছর আগে। তার খলীফা ছিলেন

বাংলাদেশের হযরত মাওলানা মুহাম্মাদুল্লাহ হাফেজ্জী হুযুর রহমাতুল্লাহি আলাইহি। অতি রক্ষণশীল উলামায়ে কেরামের মাথার তাজ। আর আমার সৌভাগ্য হয়েছে তার সোহবতে থাকার। আমি হযরত হাফেজ্জী হুযুর রহমাতুল্লাহি আলাইহির একজন খাদেম ছিলাম - এটিকে আমি আমার সবচেয়ে বড় পরিচয় মনে করি।

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি মেয়েদের দিকে তাকানোর ব্যাপারে অনেক কথা বলেছেন। এটি তাকওয়ার বিষয়। কেন? কারণ আল্লাহই বলছেন, মানুষের জন্য সুশোভিত করা হয়েছে মেয়েদের প্রতি কামনার ভালবাসা। সে ভালবাসে কামনা করতে। সুন্দরী মেয়ে দেখলেই তার তাকাতে ইচ্ছে করে। কবিরা তাই কবিতা লেখে, 'তুমি সুন্দর তাই চেয়ে থাকি প্রিয়, সে কি মোর অপরাধ?' কবিতায় তো সুন্দর, কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধ। কেন? কুরআন শরীফে আল্লাহ তা'আলা পুরুষের কাছে নারীদেরকে সুশোভিত করার কথা বলেছেন ঠিকই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চোখকে সংযতও করতে বলেছেন। যে কোন নারী পুরুষের চোখে ভাল লাগে। বিশেষ করে সুন্দরী নারী। মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, একজন আশি বছরের বুড়ো বাহ্যিকভাবে একদম অক্ষম। মেয়েরা তার সঙ্গে পর্দা করে না। বলে যে, আশি বছরের বুড়ো! তার সঙ্গে আবার কী পর্দা করব? কিন্তু সেই আশি বছরের বুড়োও চোখ দিয়ে একইরকম গোনাহ করতে সক্ষম। একইভাবে কামনা করতে সক্ষম। এই মেয়েটা সুন্দরী। তাকে ভাল লাগে। ভাল লাগার জন্যই তৈরী করেছেন আল্লাহ পাক। কাজেই প্রাথমিকভাবে আমরা একটি যুক্তি খাড়া করে ফেলি, আল্লাহই তো আমাদের চোখকে এমন বানিয়েছেন যে, সুন্দরী মেয়ে দেখলে ভাল লাগে। তা হলে অপরাধ কোথায়? কিন্তু যিনি বানিয়েছেন, তিনি সঙ্গে সঙ্গে আবার ব্রেকও লাগিয়েছেন। কী সেটি? পরিষ্কার কুরআন শরীফের আয়াত,

قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ২৪:৩০